বাংলাদেশে আল হারামাইন সমাচার

ফজলুল বারী ॥ আল হারামাইন এদেশে এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সংগঠন হিসাবে কাজ করেছে। ঢাকায় এর কয়েক কর্মকর্তাকে সন্দেহজনক তৎপরতার অভিযোগে গ্রেফতারের পর মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রভাবশালী দেশের রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে তাদের মুক্তি এবং দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখন বাংলাদেশ তরফের দাবি হচ্ছে, এদেশে এখন সংগঠনটির কোন অস্তিত্ব নেই। যুক্তরাষ্ট্র আর সৌদি আরব বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের এই সংগঠনটিকে কালো তালিকাভুক্ত করলেও এখন পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন তথ্যও সরকার পায়নি। ঢাকার কাছে এ ব্যাপারে যে তালিকা আছে সেখানেও নাম নেই বাংলাদেশের। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে সিএনএনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি সরকারের নতুন বক্তব্য প্রকাশের পর পুলিশের একটি শীর্ষস্থানীয় সূত্র এ দাবিটি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি সরকারের সর্বশেষ বক্তব্যে বলা হয়েছে, সংগঠনটি এখন বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে ছদ্মনামে কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের তরফে এ তথ্যটিও স্বীকার করা হয়নি। আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত সংগঠন চিহ্নিত করে আল হারামাইনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব। অন্য চারটি দেশ হলো নেদারল্যান্ড, আলবেনিয়া, আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া। বাংলাদেশের এনজিও ব্যুরোতে আল হারামাইনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৪৮। ব্যুরোর তথ্য অনুসারে সৌদি আরবভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০১ সময় পর্যন্ত এদেশে নানা কার্যক্রমে খরচ করেছে ১৯ কোটি ১২ লাখ ১ হাজার টাকা। এ ছাড়া ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও পাঁচ বছরের জন্য ১৯ কোটি ২৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে । ২০০২ সালে আল হারামাইনের কর্মকর্তারা গ্রেফতারের আগেই তারা এনজিও ব্যুরো থেকে ৩ কোটি ৬২ লাখ ২১ হাজার টাকা ছাড়ের অনুমোদন নেয়।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরার ৬, ৭ ও ৯ নম্বর বাড়ি থেকে হারামাইনের কর্মকর্তা লিবিয়ার নাগরিক আবু নুজাইদ, ইয়েমেনের সাদেক আল নাসামি, আবু সাল্লাম, আবু উমাইয়া, আবুল আব্বাস, আলজিরিয়ার নাগরিক আবু আসেম, সুদানের নাগরিক হাসান আদম হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর এদের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তার কারণে পুরো বিষয়টি নিয়ে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যের। এরপর আবার প্রভাবশালী এক রাষ্ট্রদূত সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে দেখা করে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করায় রহস্য আরও বাড়ে। সৌদি সাহায্যপুষ্ট হলেও তখন বলা হয়েছিল, সৌদি সরকার কোনভাবেই এদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক মানতে নারাজ। এখন খোদ সৌদি কর্তৃপক্ষই আল হারামাইনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সৌদি সরকারের এক সিনিয়র কর্মকর্তা মঙ্গলবার সিএনএনকে এ ব্যাপারে নানা তথ্য দেন। সিএনএনের রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার গত জানুয়ারিতে আল হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চারটি শাখাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এ শাখাগুলো রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং পাকিস্তানে। এবারই উভয় সরকার প্রথমবারের মতো সহযোগিতা চেয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদ সহযোগিতায় রাজি হলে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো এ গ্রুপের সম্পদ বাজেয়াফত করার কাজ করবে। সৌদি সরকার সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছে অর্থ সাহায্য বন্ধে ঘোষণা করেছে নতুন কিছু ব্যবস্থা। সৌদি সরকারের মুখপাত্র আদেল আল জুবায়ের বলেছেন, আল হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং এ ধরনের অন্য সব বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হবে অথবা তাদের সম্পদ হস্তান্তর করা হবে পৃথক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে। জুবায়ের ওয়াশিংটনের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তাঁরা এসব অশুভ শক্তি বিনাশ করবেনই। যারা তাদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধেও সৌদি সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে।